মিডিয়া বিজ্ঞপ্তি

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সদস্য হলো সামিট কর্পোরেশন

(ঢাকা, বাংলাদেশ ০৬ই ফেব্রুয়ারি ২০১৯, বুধবার: সামিট কর্পোরেশন, প্রথম বাংলাদেশী সংস্থা হিসেবে ২০০৮ সাল পরবর্তীকালে সুখ্যাত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের 'ফোরাম মেম্বার কমিউনিটির" সদস্য হিসেবে যোগদান করেছে। ফোরামের সদস্যরা হচ্ছেন বিশ্বের হাতেগোনা সেইসব প্রতিষ্ঠান যারা পৃথিবীর সেরা উদ্ভাবক, নতুন বাজার সৃষ্টিকারি, সৃজনশীল সমাধানের উপস্থাপক, বিশেষায়িত এবং আঞ্চলিক বাজারে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো উঠতি অর্থনীতিতে তাদের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নে সাহায্য করে যাচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা নিজ নিজ শিল্পে এবং অঞ্চলে নেতৃত্ব দিবেন বলে আশা করা যায়।

সামিট গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান বলেন, "বাংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ প্রয়োজন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং দ্রারিদ্র বিমোচনে। আমার বিশ্বাস, সামিটের সদস্যপদের মাধ্যমে আমরা তদ্বিপরীত অন্যান্য ফোরাম সদস্যদের একটি সুযোগের দ্বার উন্মোচন হলো, এই প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনের এবং উন্নতি সাধন করবার।"

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব নেতৃত্বে অন্যতম নেত্রী যিনি বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে অংশগ্রহণ করেছেন এবং নিউইয়র্কে ফোরাম আয়োজিত 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ইমপ্যাক্ট সামিট ২০১৮'-এ সহ-সভাপতিত্ব করেন।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম সম্পর্কে বিস্তারিত:

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম একটি স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক সংস্থা যা ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক, শিক্ষা এবং সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সূচকের উন্নতির মাধ্যমে বৈশ্বিক, আঞ্চলিক এবং শিল্পখাতের আলোচ্য বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে তুলে ধরতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান এবং এর প্রধান কার্যালয় জেনেভা, সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম কোন রাজনৈতিক পক্ষপাতমূলক বা জাতীয় স্বার্থের সাথে সংযুক্ত নয়।

সামিট কর্পোরেশন সম্পর্কে বিস্তারিত:

সামিট বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী এবং বৃহত্তম স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠান। সামিটের ব্যবসা মূলত বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, জ্বালানি, শিপিং, বন্দর এবং ইন্টারনেট যোগাযোগের মূল কাঠামো - ফাইবার অপটিকস খাতে। বর্তমানে সামিট ২০ টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১,৯৪১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে যা বাংলাদেশের বেসরকারি বিদ্যুৎ খাতে মোট স্থাপিত ক্ষমতার ২১ শতাংশ। সম্প্রতি সামিট, জিই এবং মিতসুবিশির সাথে ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে। সামিট বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি কোম্পানী হিসেবে কক্সবাজারের মহেশখালিতে ফ্লোটিং স্টোরেজ রি-গ্যাসিফিকেশন টার্মিনাল (এফএসআরইউ) স্থাপন করছে। সামিট টানা পাঁচবার দেশের সেরা বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানের স্বাকৃতি অর্জন করেছে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য:

মোহসেনা হাসান। ইমেইল: mohsena.hassan@summit-centre.com । মোবাইল: ০১৭১৩ ০৮১৯০৫।
https://summitpowerinternational.com/press-release